যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 23 2006

সরকার শিক্ষকদের দাবি মানতে চায় শর্ত দিে

বেতনের ১০০ ভাগ নিলে স্কুলের আ
জমা হবে সরকারি কোষাগারে

যাযাদি রিপোর্ট

আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করতে চায় সরকার। ধর্মঘটী শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনাকালে এসব শর্ত তুলে ধরা হবে। আজ রবিবার আলোচনায় বসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দুটি সংগঠনকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে ১৮ দিন ধরে ধর্মঘট পালনকারী

নেমেছে। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনা
সমাবেশ করেছে সরকার সমর্থক শিক্ষ
কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল ইসলাম
সমাবেশ থেকে ২ আগস্ট মহা অব
কর্মসূচি দেয়ার পাশাপাশি দাবি না মান
আগামী নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে ভো
দেখে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। আ
মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ করবে সেলিম ভূঁইয়
নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটে
আরেক অংশ। কাল

পৃ১৫ঃ১ ক

বেতনের ১০০ ভাগ নিলে স্কুলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে বিরোধী দল সমর্থক জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট।

সরকারের সঙ্গে শিক্ষক সংগঠনগুলোর আলোচনার অংশ হিসেবে তথ্য উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু আজ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে (জয়নুল) আলোচনায় বসার জন্য ডেকেছেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, সরকার বেতনের একশ' ভাগ দিলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেবে- এমন শর্ত শিক্ষকরা মেনে নিলে সরকার বাকি ১০ ভাগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

তবে সরকারি এ ধরনের শর্ত আরোপের চিন্তার কঠোর বিরোধিতা করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি এমএ আউয়াল সিদ্দিকী জানিয়েছেন, বিনা শর্তে সরকারকে বাকি ১০ ভাগ দিতে হবে। আর সরকারকে যদি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় দিতে হয়, তাহলে শিক্ষকদের সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও ইনক্রিমেন্টসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সরকারের আলোচনার ডাক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সব সংগঠন মিলে একত্রে না বসে আলাদাভাবে ডাকলে তারা আলোচনায় সাড়া দেবেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও সরকার এখনো বেসরকারি শিক্ষকদের ১০ ভাগ বেতন দেয়ার দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সরকার চাইছে বেতনের একশ'

দাবি মেনে নিলে পরে তারা ২০ থেকে
শতাংশ বাড়ি ভাড়া চাইবেন।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সরকার সম
শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (শরি
ইসলাম)-এর বিশাল সমাবেশে ক
হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নে
সমাবেশে বলা হয়, আলোচনার নামে শি
সমাজকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চলছে,
যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হ
শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায় না হওয়া প
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করবেন। সমা
থেকে আগামী ২৫ জুলাই নিজ নিজ এলা
অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ, ২৭ জু
প্রতিটি জেলা ও ঢাকায় সকাল ১০টা থে
দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাস্তায় অবস্থান, ২ আ
ঢাকায় মহা অবস্থান ও প্রয়োজনে সে
থেকে আমরণ অনশনের কর্মসূচি ঘো
করা হবে।

বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐ
পরিষদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন
পাওয়ায় আগামীকাল পল্টন ময়দ
পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশ কর্মসূচি স্থগিত
হয়েছে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলন
তারা মহাসমাবেশ স্থগিত করার
জানায়। তবে সরকারের এ আচর
প্রতিবাদে ওইদিন দেশের সর্বত্র বি
মিছিল ও সমাবেশ করা হবে। সং
সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পরিষ
আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সি
বিলম্বে হলেও সরকারের আলোচ
উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ
বলেন, সরকার সব আন্দোলনকারী সং